এইচ, এম ফিল্ম নিবেদিত

শরৎচন্দ্রের

আলো ও ছায়া

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—গুরু বাগচী **সংগীত—বিজন পাল**

চিত্র-গ্রহণ—ননী দাস, শব্দগ্রহণ—বাণী দত্ত, সঙ্গীত ও পুনঃ শব্দগ্রহণ—শ্যামসুন্দর ঘোষ, গীত রচনা—পুলক ব্যানার্জি ও বেলা পাল নৃত্য পরিকল্পনা—কেনেথ কুমার, দৃশ্যাঙ্কন—বলরাম চ্যাটার্জি ও নবকুমার কয়াল, সম্পাদনা—বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জি, শিল্প নির্দেশনা—বিজয় বসু সহযোগী পরিচালনা—বুল্টু পালিত, ব্যবস্থাপনা—শৈলেন দাস, রূপসজ্জা—গোপাল হালদার, সাজসজ্জা—নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই কেশসজ্জা—দি মেক - আপ, প্রচার পরিকল্পনা—বিমল মুখার্জি, প্রচার অঙ্কণ—বুদ্ধদেব মুখার্জী, স্থিরচিত্র—খুশী সোম পরিচয় লিখন—দিগেন ষ্টুডিও।

ঃ সহকারীগণ ঃ

পরিচালনা—সুব্রত ব্যানার্জি, সঙ্গীত পরিচালনা—রঞ্জিত দাস (রুনু), সম্পাদনা—সুনীত সাহা শিল্পনির্দেশনা—সতীশ মুখার্জি, রূপসজ্জা—তারাপদ দে, ব্যবস্থাপনা—বিশ্বনাথ দে ও রতন দাস, সাজসজ্জা—পুলিন দাস, চিত্র-গ্রহণ—কৃষ্ণ ধর ও কেষ্ট মণ্ডল শব্দ-গ্রহণ—ইন্দু অধিকারী ও পাঁচু মণ্ডল সঙ্গীত ও পুনঃ শব্দ-গ্রহণ—জ্যোতি চ্যাটার্জি, ভোলানাথ সরকার, পাঁচুগোপাল ঘোষ। আলোক সম্পাতে— হরেন গাঙ্গুলী, অভিমন্যু দাস, সুধীর সরকার, সুদর্শন দাস, অবনী নস্কর, দিলীপ ব্যানার্জি, খাঁদু পাত্র দৃশ্যপট সংযোজনায়—সুধীন, গুপী, কেবলরাম, ধুপনারায়ণ, সুনীল, রামধনি, মণি, ষষ্ঠী, কালীরাম, রাম রাউত, শিবরাজ, পরেশ, শান্তি, কান্তি, যতীন, রমেন।

ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত।

আর, বি, মেহেতার তত্ত্বাবধানে—ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত

পরিস্ফুটনে—অবনী রায়, রবীন ব্যানার্জি, অবনী মজুমদার, ফণী সরকার, বীরেন গুহ।

পরিবেশনা ঃ—দিপালী চিত্রম্

কাহিনী

"প্রথমেই যদি তোমরা ধরিয়া বস, এমন কখ্‌খনো হয়না, তবে তো আমি নাচার। আর যদি বলো হইতেও পারে—জগতে কত কি যে ঘটে সবই, কি জানি ? তাহলে এ কাহিনী পড়িয়া ফেল। ... ... আর গল্প লিখিতে এমন কিছু প্রতিজ্ঞা করিয়া বসা হয়না যে, সবটুকু খাঁটি সত্য বলিতে হইবে। হ'লই বা দু এক ছত্র ভুল, হ'লইবা একটু-আধটু মতভেদ—এমনই বা তাহাতে কি আসে যায়।"

* * * *

যজ্ঞদত্ত মুখুজ্জে জমিদারের একমাত্র সন্তান। আপন ব'লতে মা ছাড়া তার কেউই নেই। মাচান ছেলের বিয়ে দিয়ে তাকে সংসারী করতে, কিন্তু ছেলে বিয়ে করতে নারাজ। তাতে মায়ের হ'ল রাগ, তিনি তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন। ছেলেও মায়েরসঙ্গ নিল। ঘুরতে ঘুরতে বৃন্দাবনে এসে বিপদগ্রস্ত নিরাশ্রয়া বিধবা একটি মেয়েকে যজ্ঞ নিয়ে আসে মায়ের কাছে। মা তাকে আশ্রয় দিলেন, মেয়ের মত ক'রে কাছেও টেনে নিলেন। মেয়েটির নাম সুরমা। যজ্ঞর ভাল লাগে সুরমাকে। আর অসহায় সুরমাও ধীরে ধীরে সহজ হ'য়ে ওঠে এই নতুন পরিবেশে—তারও ভাল লাগে সব কিছু। এই সময় হরিদ্বারে এসে মা হঠাৎ মারা গেলেন। সব যেন অন্ধকার হ'য়ে গেল। সুরমাকে নিয়ে যজ্ঞ ফিরে এল। এই অন্ধকারের মাঝে একে অপরকে মনে করে সেই তার জীবনের আলো। সুরমা যজ্ঞকে বলে "আলোমশাই"—আর যজ্ঞ সুরমাকে ডাকে "ছায়াদেবী"। পরস্পর পরস্পরকে কাছে পেয়েও কি যেন না পাওয়ার ব্যথা সইতে পারে না। এদিকে সমাজে ওদের নিয়ে কথা ওঠে। আর সেই কথা রঙে-রসে অতিরঞ্জিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। তারই পরিণতিতে সুরমা জোর ক'রে যজ্ঞর বিয়ে দিল। যজ্ঞ তার বৌ প্রতুলকে গ্রহণ করতে পারে না। সে চায় তার ছায়াদেবীকে কাছে পেতে, কিন্তু পায় না।

প্রতুল বলে—"আমি ... আমি অলক্ষণা!" সুরমা বলে—"তুমি ... তুমি মিথ্যেবাদী !"

যজ্ঞ বলে—"আমি একজনকে বুঝিয়ে দিতে চাই যে তার অভাবে আমার কিছুই যায়-আসে না।"

* * * *

পরবর্ত্তী ঘটনা রূপালী পর্দায় দেখুন ... ...

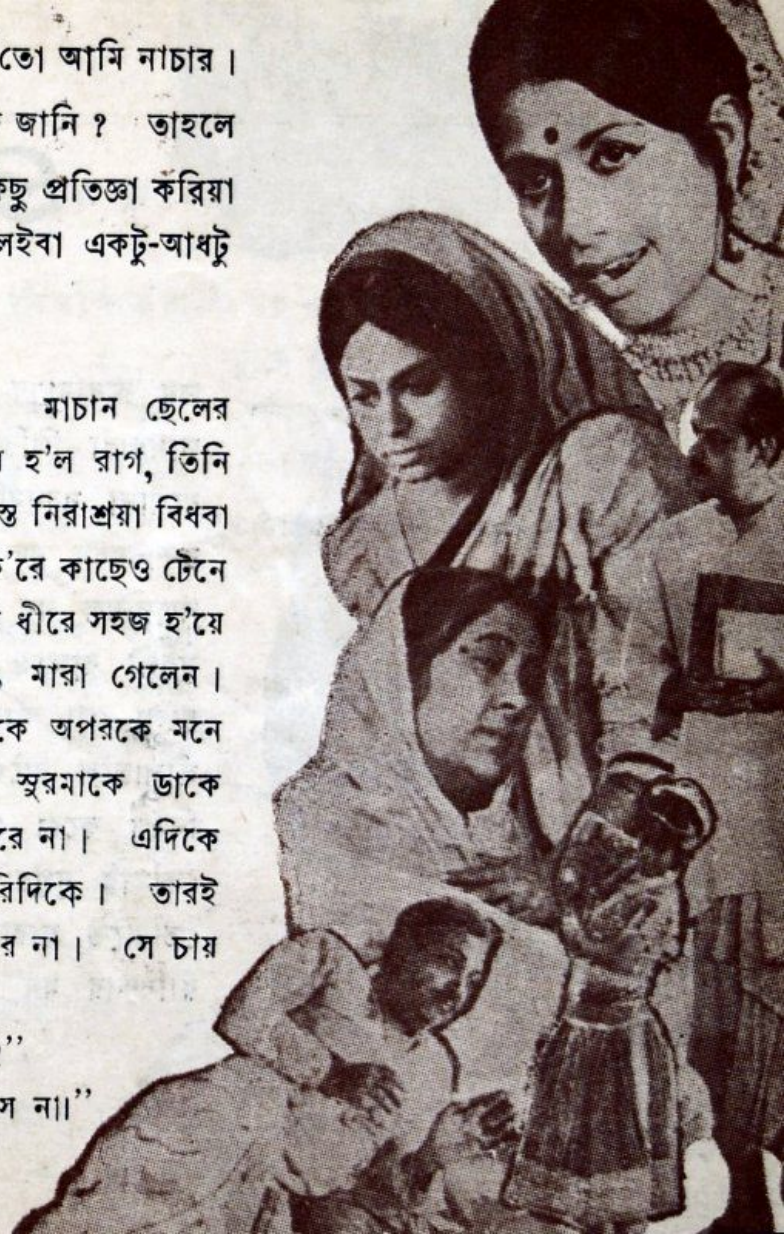

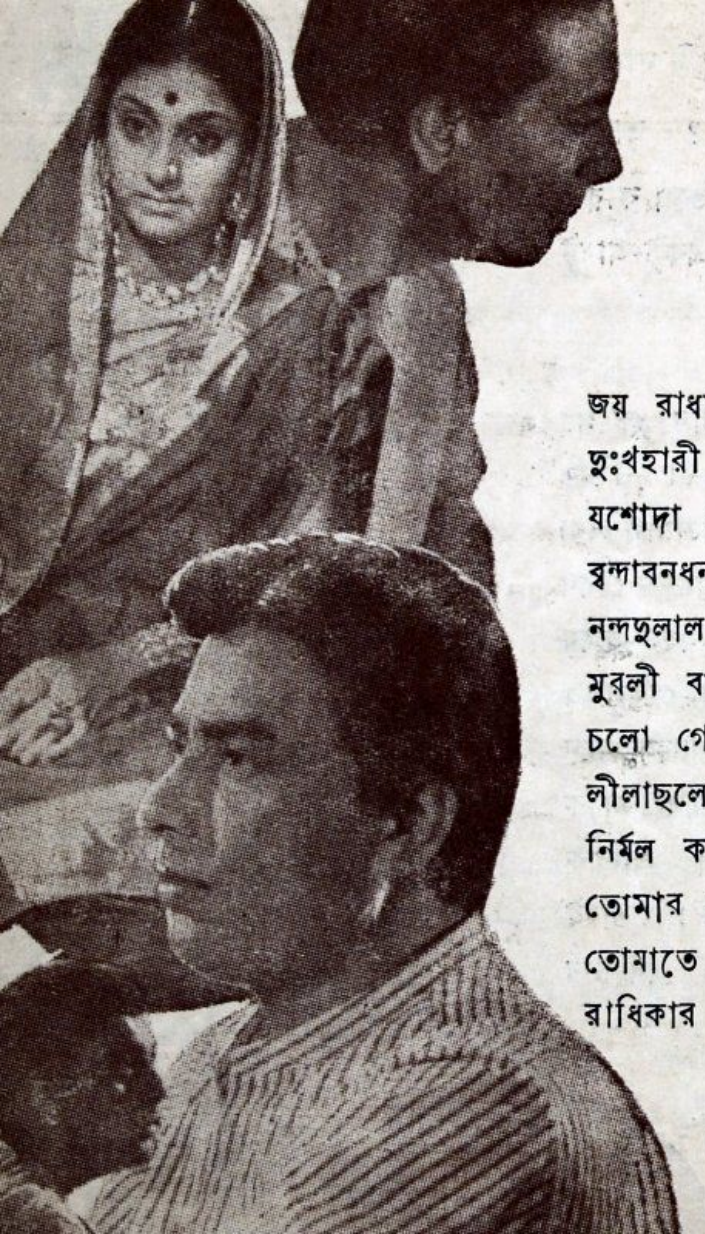

সংগীত

(১)

জয় রাধামাধব গোপীজনবল্লভ
দুঃখহারী গিরিধারী শ্রীমধুসূদন
যশোদা নয়নমণি ব্রজরাজ নীলমণি
বৃন্দাবনধন মদনমোহন।
নন্দদুলাল মন যমুনাকূলে
মুরলী বাজাও সুর লহরী তুলে
চলো গো আমারে লয়ে গোকুল বৃন্দাবন
লীলাছলে রাখো যেথা কমল চরণ।
নির্মল করো প্রভু হৃদয় আমার
তোমার নূপুর যেন শুনি বারবার
তোমাতে হারায়ে যাক জীবন মরণ
রাধিকার মন লহ শেষ নিবেদন।

ও বিশাখা—দেখা কি তবে গো আর হবে না।
দিবস দিবস গুণি এলো না সে নীলমণি
সাঁঝের লগন বুঝি আর থাকে না,
দেখা কি তবে গো আর হবে না!
যমুনা পুলিনে যাই দেখি নাই সে তো নাই
সে যমুনা বেঁচে মরে আছে।
কুঞ্জ কাননে যাই যদি তার দেখা পাই
দেখি ফুল ঝরে পড়ে আছে।
মিলন লগন বুঝি আর থাকে না,
দেখা কি তবে গো আর হবে না।
চমকি থমকি দেখি আমারই পরাণে সখি
সেই প্রাণবল্লভ হাসে,
এই কি চিরন্তন না প্রথম দরশন
শুধালেও কিছু বলে না সে।
অন্তর মন্দিরে যে পূজার উপাচারে
জীবন মরণ দিনু আমি
যদি সে মানে না তারে কিসের অহঙ্কারে
তারে বলি অন্তরযামী

(৩)

যমুনা ছল ছল জোছনা ঝলমল
গুঞ্জরে অলিদল বনে বনে,
মাধবীরে দিতে সাজা গরবিণী রাই রাজা
বসিয়াছে ফুল সিংহাসনে।
ললিতা বিশাখা আদি মাধবেরে ডোরে বাঁধি
রাজার সমুখে লয়ে আসে,
হাসিয়া মাধব কয়. এ রাজা সহজ নয়
মুরলীর ধ্বনি ভালবাসে।

(৪)

নমো জননী গঙ্গা
শঙ্কর জটা ছিঁড়ে বিশ্বে পড়িছে ঝরে
পরমা পবিত্রা তরঙ্গা
প্রণাম তোমায় ও মা গঙ্গা।
হর হর শম্ভো। হর হর শম্ভো। হর হর শম্ভো॥
মুক্তধারাময়ী মুক্তি প্রদায়িণী—
অশান্ত জাহ্নবী শান্তি স্বরূপিণী।
দেবী সুরেশ্বরী আশীষ দাও মা
যত পাপ সন্তাপ পলকে জুড়াও মা।

(৫)

বধূর সাজে সাজল ক'নে
আর তো দেরী সয় না।
(দোলে) কত রঙিন স্বপ্ন চোখে
মুখে কিছু কয় না॥
নাচে দুটি ভুরু বধূর মন যে উড়ু উড়ু।
নতুন জীবন সুরু তাই বুক যে দুরু দুরু।
প্রেমের ফাঁদে পড়লো ধরা
এমন সাধের ময়না॥
এই রাতের কি মধু বধূ এখন না জানে
ফুলের কাছে ভ্রমর ওগো, আসে কিসের টানে।
অধরে আজ মিলতে অধর
লজ্জা বুঝি রয় না॥

(৬)

যাবো না সওদা নিয়ে
পিরিতির ওই বাজারে,
দেউলে হবো না আর
দিয়ে মন বারে বারে।

ভেবে ভেবে হই যে আকুল
কোন্‌টা সত্যি কোন্‌টা যে ভুল।
শেফালি না গোলাপ কলি
কাকে রাখি গলার হারে॥
আহারে, মন ভ্রমরা
শেষে যদি দিবিই ধরা,
বুকে যেন বেঁধে না কাঁটা (দেখিস্)
লাল গোলাপের কুঞ্জদ্বারে॥

(৭)

ও ... ... ও ... ...
বৈঠা চলে রে অঙ্গ দোলে রে
সপ্তডিঙ্গা তরী ভরা গাঙে ভাসে রে,
(নাকি) জনক নন্দিনী সীতা চলে বনবাসে॥
সোহাগ পিঞ্জর হতে মেলে দিয়ে পাখা
মনের পক্ষিণী বুঝি হয়েছে বলাকা!
উড়ে চলে দূরে দূরে সোনা রোদ মাখা
(নাকি) অকালের কালো মেঘ জমে নীলাকাশে॥
সাধের মালতী হারে সেজেছে শ্রীরাধা
দুটি আঁখি স্বপনের শপথিতে বাঁধা।
বেণু বীণা হলো বুঝি একই সুরে সাধা
(নাকি) চিরদিনই কাঁদে রাই শ্যাম শুধু হাসে॥

(৮)

চোখের কাজল চোখেই মেলায়
তুমি চেয়ে দেখো না—
ওগো, তুমি চেয়ে দেখো না।
ওগো, এই নয়নে কেন তোমার
ও দুটি চোখ রাখো না—
তুমি ও দুটি চোখ রাখো না—
ওগো, ও দুটি চোখ রাখো না।
সজনী গো এ রজনী মনে রেখো।
মধুভরা মধুরাতে অধরাকে ধরো হাতে
গোপন কথা বলে যেতে ইশারাতে ডাকো না—
তুমি ইশারাতে ডাকো না—
ওগো, ইশারাতে ডাকো না।
সজনী গো এ রজনী মনে রেখো।
এত সাধের ফুলমালা সারা নিশি দেয় যে জ্বালা,
নাও মালা নাও জ্বালা জুড়াও—
কাছে আমার থাকো না—
ওগো, কাছে আমার থাকো না—
তুমি কাছে আমার থাকো না।

ঃ চরিত্রচিত্রণে ঃ

দিলীপ রায়, সুব্রতা চ্যাটার্জি, জুঁই ব্যানার্জি, পদ্মা দেবী, শিবানী বসু, ইন্দু চ্যাটার্জি, আশা দেবী, মিস্ জে, বুলা সেনগুপ্তা, বিভা সিন্‌হা, মায়া লাহিড়ী, মলিনা ভট্টাচার্য, মণিকা ঘোষ, সুপ্রীতি, রূপালী, তনুশ্রী, অনীতা, মমতা, মঞ্জুশ্রী, লিলি, মায়া, সত্য ব্যানার্জি, আনন্দ মুখার্জি, সমরজিৎ, নির্মল ঘোষ, সলিল ঘোষ, প্রীতি মজুমদার, কালীপদ চক্রবর্তী, অসিত ব্যানার্জি, শঙ্কর মুখার্জি, অরুণ মুখার্জি, অনঙ্গ রায়, দেবেন বাগচী, রাজেন বসু, আরও অনেকে।

ঃ কণ্ঠসঙ্গীতে ঃ

মান্না দে, হেমন্ত মুখার্জি, সন্ধ্যা মুখার্জি, প্রতিমা ব্যানার্জি, নির্মলা মিশ্র, মীনা মুখার্জি, আবুল কালাম।

ঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

দাশরথি চৌধুরী, ডাক্তার পি, রাণা (হরিদ্বার)

শক্তিপদ রাজগুরুর

রূপান্তর

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা

গুরু বাগচী

প্রস্তুতির পথে

দিপালী চিত্রম্ এর পক্ষ থেকে শ্রীবিষ্টু দাসগুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও মালিক প্রিণ্টার্স অফ ইণ্ডিয়া দ্বারা মুদ্রিত।